সংবাদ

06 JAN 2008

পৃঃ ৭ কলাম ৩

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশে প্রয়োজন স্থানীয় নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

মো. সাইফুল ইসলাম

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৯৭৩ সালে এক জাতীয়করণ ডিগ্রি বলে ৩৬,০১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ধরনের সিদ্ধান্ত। সব নাগরিকের জন্য মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষাকে নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মূলত সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৮৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক আইন এবং ১৯৯০ সালে সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন করা হয়। এতে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য সরকার ২০০০ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং ২০০২ সাল হতে শিক্ষার বিনিময়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান দেশে পল্লী এলাকায় ৫৮ হাজার স্কুলে ৪৮ লাখ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। মূলত দুস্থ ও আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের ইতিবাচক দিক হলো শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, দরিদ্র পরিবারের স্কুল বহির্মুখী শিশুরাও স্কুলমুখী হয়েছে, প্রান্তিক পরিবারের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ বাজেট ৪ হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার ও ১১টি দাতা সংস্থা এ কর্মসূচির অর্থ সংস্থানের দায়িত্ব পালন করছে। যার মধ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের ৩৬.১% এবং বাংলাদেশ সরকারের ৬৩.৯%।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ

১৯৭৩ সালের জাতীয়করণের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় নাগরিক সমাজ তার প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অংশীদারিত্বের মনোভাব ফিরিয়ে নেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কথা জেনেও সাধারণ নাগরিক সমাজ আগের মতো এগিয়ে আসেন না। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন স্কুলের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত এবং গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিবারের শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে স্থানীয় নাগরিক সমাজের এলাকায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় নাগরিক সমাজ স্কুলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন এবং এলাকায় যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে সেসব পরিবারের অভিভাবকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ব্যাপারে একটু সচেতন হলেই এলাকার শিক্ষার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। বর্তমানে ৪৭% শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর আগেই ঝরে পড়ছে। বাংলাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ২৬ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে। যায়যায়দিন ১৭ জুন ২০০৭।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে দুই কোটি শিশুর প্রাইমারি স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এখনও ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী ২৬ লাখ শিশু স্কুলবহির্ভূত।

মানসম্মত শিক্ষার বিকাশ সাধনে নাগরিক সমাজ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকাশ সাধনে স্থানীয় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষ করা যায়। বর্তমানে নাগরিক সমাজের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কম থাকার দরুন সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতকল্পে সরকার এ পর্যন্ত যতগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হচ্ছে। অতীতে এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের যে কোন সমস্যা সমাধানে নাগরিক সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিটির একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেই হারানো সম্পর্ক আবারও যদি স্থানীয় নাগরিক সমাজের মধ্যে গড়ে তোলা যায় তা হলে এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে বাংলাদেশের দক্ষিণ জনপদের ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলার অভিভাবক ফোরামের উদ্যোগ।

চরফ্যাশন উপজেলার অভিভাবক ফোরামের উদ্যোগ

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ মে ২০০৫ সালে ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিতে অভিভাবক ফোরাম সংগঠিত হয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভোলা জেলায় ৩ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই সব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে এলাকায় অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া, বাদ পড়া রোধকল্পে, এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবকদের সম্পর্ক উন্নয়ন, এলাকাভিত্তিক শিক্ষানুরাগীদের তালিকা তৈরি এবং তাদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করা, প্রতি বছর ভাল শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান এবং যে বিদ্যালয় ভাল ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ চিহ্নিত করে সবার সম্মুখে তা তুলে ধরা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অভিভাবক ফোরামের কার্যক্রম অবহিতকরণ, এলাকায় সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা সরকারি নীতি অনুসারে বাস্তবায়নে সহযোগিতা, প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মডেল তৈরি করতে সহায়তা করা অভিভাবক ফোরামের কর্ম এলাকায়, অভিভাবক ফোরামের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমাজের গ্রহণযোগ্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ তহবিল গঠন করা সংগৃহীত তহবিল এলাকার শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে।

মানসম্মত শিক্ষা বিকাশ সাধনে অভিভাবক ফোরামের চলমান কার্যক্রম এলাকায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে।

কমিউনিটি শিক্ষক নিয়োগ

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকার কারণে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন স্কুলে থেকে শিখতে পারে না। প্রথম প্রজন্মের শিশুদের বাড়িতে লেখাপড়া দেখিয়ে দেয়ার মতো লোক না থাকা, যা ফলে ক্লাসের পড়া না পারার কারণে শিশু হীনমন্যতায় ভোগে, ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে স্কুলে অনুপস্থিতির থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে: প্রান্তিক ও দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন স্কুল থেকে শিখে যেতে পারে তার জন্য অভিভাবক ফোরাম স্কুলে কমিউনিটি শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি চালু করে বর্তমানে এলাকার বিত্তবান পরিবার, ব্যবসায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় চরফ্যাসন উপজেলা দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা যেমন, উত্তর মাদ্রাজ আহম্মেদপুর, শশীভূষণ, নীলকমল চারটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি শিক্ষক দ্বারা স্কু সময়সূচির পর শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে আসছে।

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বেশির ভা শিক্ষার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। এসময় শিক্ষার্থীদে অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতাসহ বিভি ধরনের রোগের শিকার। দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবা অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার কার শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পারে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যহীন থাকার কারণে পাঠে মনো দিতে পারে না, স্কুল থেকে ঝরে পড়ে আ শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে অনেক শিক্ষ স্কুলে ভর্তি হয় না। যেসব শিশু অসুস্থতা নিয়ে তা পাঠক্রম সমাপনী করে তারা প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জ ব্যর্থ হচ্ছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে উপজেলার দ পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্ল শিক্ষানুরাগী সমাজহিতৈষী ও অভিভাবক ফোরা আর্থিক সহযোগিতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবা ২০০ জন শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আস

শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ মতবিনিময় সভা

৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ অভিভাবক ফোরাম চরফ্যা উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যাল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের উপস্থিতি গাইবান্ধা জেলার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথ বিদ্যালয়ের জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নূরুল আলমকে সংবর্ধনা প্রদান করে। ওই সংব সভায় তার শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা জ্ঞান, সুচিন্তিত মতামত ও মানসম্মত প্রাথমিক শি দিক নির্দেশনা বিষয়ক এক আলোচনা স আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক অভিভাবকরা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রণো হয়। ফলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেলা ভোলার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন প্রাণচাঞ্চ জেগে উঠছে।

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ইউনি পরিষদের সহায়তা প্রদান

অভিভাবক ফোরাম স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি

চিহ্নিত করবে। বিভিন্ন সূত্রের ব্য থাকলে প্রথমে সূত্রটি হুবহু লিখে গাণিতিক ব্যাখ্যা দেবে। বি শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ছবে উপস্থাপন করবে। বিভিন্ন ল উৎপন্ন হয় তা সঠিকভাবে লিখবে সূত্র লেখার নিয়ম : উত্তর লেখার সূত্রের নামটি লিখবে। তারপর পর ইনভার্টেড কমা দিয়ে আর্ট যদি সূত্রের ব্যাখ্যা চায়, তাহলে ব্যাখ্যা দিতে হবে। কখন কী লেখার নিয়ম : প্রথমে কার সঙ্গে কী উৎপন্ন হয় তা আগে লিখ বিক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্যে পার্থক্য লেখার নিয়ম : বিভি যৌগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ক উত্তর এমনভাবে হবে– দুটি যৌগে নাম, এরপর ছক কাটতে হবে বামদিকে একটি যৌগ এবং ডান

ইংরেজি

Word	Pronunciation
Extol	ইক্সটৌল
Embitter	ইমবিটার
Educate	এডুকেইট
Decry	ডিক্রাই
Callous	ক্যালাস

দ্রুত
ঢা
স্মারক নং-৭-জে, এম (
যেহেতু নিম্ন তফসিল আসামীকে অত্র আদা এবং যেহেতু আদা রহিয়াছে যে, তফসি ইচ্ছাকৃতভাবে আত্ম হাজির না হইয়া প বিরুদ্ধে গ্রেফতারী প সেহেতু নিম্ন তফসি অপরাধ (দ্রুত বিচার ক্ষমতা বলে অত্র আদালতে বিচারের অন্যথায় আইন অনু হইবে।
মামলার বিব
সবুজবাগ থানার ম ৯৪, তাং-২৮-১১-০ ধারা-আইন-শৃঙ্খলা অপরাধ দ্রুত বিচ ২০০২-এর ৪/৫।
সি-৩৯৫৫ (৬x২)